আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে অভিযোগে মন্ত্রণালয়ের কাছে নথি চেয়েছে দুদক

ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ওঠা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে প্রয়োজনীয় নথিপত্র চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে চার ধরনের নথি চেয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে পাঠানো দুদকের ওই চিঠির সূত্রে বিষয়টি জানা গেছে। আগামী ১০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী নথিগুলো দুদকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠাতে বলা হয়েছে।

এই অভিযোগের অনুসন্ধানে আসিফ মাহমুদ ছাড়াও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন এবং উপসচিব মো. মাসুম আহমেদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অভিযোগগুলো অনুসন্ধানের জন্য বুধবার দুদকের উপপরিচালক মো. জাহিদ কালামের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি অনুসন্ধান দল গঠন করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ৩৮ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার চলতি দায়িত্ব বাতিল করে নতুন পদে পদায়নের আদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থ লেনদেন হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় ৭৬ লাখ টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে।

এ ছাড়া ১৫০ জন সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার পদোন্নতির জন্য ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা আদায়ের অভিযোগও রয়েছে। পদোন্নতির পর তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে পদায়নের ক্ষেত্রেও আরও ২ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

অভিযোগ অনুযায়ী, সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার আশ্রয়-প্রশ্রয়ে মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অসাধু কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, শুধু বদলি ও পদোন্নতিকে কেন্দ্র করেই নয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কেনাকাটা এবং টেন্ডার কার্যক্রমেও ওই চক্রের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিপুল অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে সংশ্লিষ্টদের বিষয়টি এখন দুদকের অনুসন্ধানের আওতায় এসেছে।